যায়যায়দিন

OCT. 03 2006

তারিখ OCT 03 2006 পৃ ৭ কলাম ৬

আবুল আবরার মাসরুর আহমদ

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ও ভবিষ্যৎ

পৃথিবীর আর কোনো দেশে আমাদের বাংলাদেশের মতো বহুমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা নেই। ...নে সরকার নিয়ন্ত্রিত সাধারণ ও ...শিক্ষা এবং বেসরকারি ...কানাধীন সাধারণ ও ধর্ম শিক্ষা এ ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা বিদ্যমান। ...কার নিয়ন্ত্রিত সাধারণ শিক্ষার ...ওতায় রয়েছে স্কুল, কলেজ ও ...বিদ্যালয় এবং ধর্ম শিক্ষার ...ওতায় রয়েছে আলিয়া মাদ্রাসা। ...রকারি সাধারণ শিক্ষার আওতায় ...ছে কেজি স্কুল, কিন্ডার গার্টেন, ...ইভেট স্কুল-কলেজ, ইংলিশ ...উয়াম স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ...ং অন্যদিকে বেসরকারি ধর্ম শিক্ষার ...য় রয়েছে কওমি মাদ্রাসা।

...মাদের স্বাধীন বাংলাদেশে শিক্ষা ...স্থায় এতো মত ও পথ দেখে ...শ্বের যে কোনো প্রান্তের যে কোনো ...ষের চোখ কপালে উঠে যাবে। ...গয়া, ইওরোপ, আমেরিকাসহ ...থিবীর অন্য কোনো দেশেই আমাদের ...শের মতো বহুমুখী শিক্ষাধারা ...দ্যমান নেই। আজ আমার মতো ...শের সু-শিক্ষিত জনসাধারণও ...টি এক ও অভিন্ন শিক্ষানীতির ...য়াজন অনুভব করছি। কারণ আমরা ...উই চাইবো না আমাদের এক সন্তান ...জ্ঞান, চিকিৎসা ও প্রযুক্তিগত- জ্ঞান ...র্জন করবে, দেশের বিভিন্ন অফিস ...দালতে চাকরি করার সুযোগ পাবে।

...র আরেক সন্তান শুধু ধর্মের নির্দিষ্ট ...ছু জ্ঞান সম্পর্কে অবগত হবে, সমাজ ...বনের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, ...জ্ঞান, চিকিৎসা তথা আধুনিক ...বনের ছোয়া থেকে বঞ্চিত হবে তা ... করে হয়? আমরা চাই পৃথিবীর ...ন্য দেশের মতো বাংলা মায়ের সন্তান ...ন শিক্ষা গ্রহণ করুক যা তার জীবনকে আলোকিত করে তুলতে পারে, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে, দেশের জন্য কাজ করতে পারে। জীবন ও জীবিকার জন্য যেন কারো কাছে হাত পাততে না হয় অথবা কোনো কাজের অনুপযুক্ত হিসেবে স্বীকৃত হতে না হয়।

প্রচলিত সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় ছাত্ররা বিজ্ঞান, মানবিক ও বাণিজ্যিক শাখায় শিক্ষা গ্রহণ করছে। আমাদের অনেক ছাত্র দেশের বাইরের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি অর্জন করতে পারছে। কিন্তু আমরা কি আমাদের এ ব্যবস্থাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ আধুনিক এবং একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার উপযুক্ত দাবি করতে পারছি? অবশ্যই না, কারণ আমাদের অভ্যন্তরে বিদ্যমান নানা সমস্যা আমাদের শিক্ষার স্বাভাবিক গতিকে বাধাগ্রস্ত করছে। অপর্যাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অভাবে ছাত্ররা পর্যাপ্ত শিক্ষা গ্রহণ থেকে বঞ্চিত।

এছাড়া বিশ্রি ও নোংরা ছাত্ররাজনীতির কারণে পড়ালেখার স্বাভাবিক গতিময়তা বিঘ্নিত হচ্ছে। ছাত্ররাজনীতি সৃষ্ট সন্ত্রাস আমাদের শিক্ষাঙ্গনকে করে তুলেছে কলুষিত ও অপবিত্র। তাদের খেয়ালখুশির কাছে আমাদের মতো হাজারো ছাত্রছাত্রীর জীবন ঘোর অন্ধকারে। যাদের হাজারো স্বপ্ন কিছু জানার, কিছু করার। অথচ অবাক হওয়ার মতো বিষয় এই যে, যারা এসব বিষয়ে নীতি নির্ধারণ করেন অথবা উপরে থেকে ছাত্র রাজনীতির ফায়দা লোটেন তাদের সন্তানদের বেশির ভাগই বিদেশে শিক্ষা গ্রহণের জন্য পাঠান। অথচ তারা অন্য কোনো মধ্যবিত্ত পরিবারের লিটনকে ব্যবহার করেন তাদের স্বার্থ রক্ষার হাতিয়ার হিসেবে। বিনিময়ে তাকে হতে হয় লাশ। ধূলিসাৎ হয়ে যায় তার মায়ের সাজানো স্বপ্ন। এবং তারা তাদের সন্তানদের এই ঘৃণ্য রাজনীতি থেকে দূরে রাখেন। এ বিষয় নিয়ে আজ না হয় নাই বললাম।

আমাদের বর্তমান সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা ত্রুটিমুক্ত নয়। প্রযুক্তি প্রয়োগের অভাব ও মুখস্থভিত্তিক পড়ালেখা ছাত্রছাত্রীদের একুশ শতকের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে পারে না। আমাদের স্কুলগুলোতে ছাত্রছাত্রীদের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয় রঙ বেরঙের নোট যা তার স্বাভাবিক বিকাশকে করছে চরমভাবে বাধাগ্রস্ত। সম্প্রতি এসএসসি পরীক্ষায় প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী অকৃতকার্য ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বেশির ভাগই গণিত ও ইংরেজি বিষয়ে ফেল করেছে। আমাদের দেশে গণিত ও ইংরেজি বিষয়ে যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষকের বড়ই অভাব। শহরের স্কুলগুলোতে ভালো গণিত ও ইংরেজি শিক্ষক মোটামুটি থাকলেও গ্রামের স্কুলে এ সংখ্যা একেবারেই নগণ্য। আর এজন্য বর্তমান পড়ালেখা নোটভিত্তিক এবং কোচিংভিত্তিক হয়ে পড়েছে। শহরের অলিতে গলিতে গড়ে উঠেছে নানা ধরনের কোচিং সেন্টার। নানা ধরনের মন ভোলানো অফার দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের আকৃষ্ট করে। ফলাফল হিসেবে স্কুলের ছাত্ররা পাঠ গ্রহণের গুরুত্ব হারাচ্ছে।

আমাদের গ্রেডিং পদ্ধতি আধুনিক ও মানানসই এ কথা বলা যায় না। কারণ এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষায় গ্রেডের মাঝে ১০ নাম্বারের ব্যবধান রাখা হয়েছে আর পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এ গ্রেড পয়েন্ট ব্যবধান ৫ রাখা হয়েছে। যার ফলে একটি ছাত্রের মেধার যাচাই করা কষ্টকর হয়ে পড়ছে। গত দুই বছরে ঐচ্ছিক বিষয়ের নাম্বার যোগ করার ফলে হয়তো জিপিএ-৫ এর সংখ্যা বেড়েছে কিন্তু সে হারে পড়ালেখার মান বাড়েনি। কারণ দেখা গেছে জিপিএ-২ ও ৩ প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি।

গত ২২ জুন প্রকাশিত হয় এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফলাফল। এ বছর পাসের হার ছিল ৬০.২৮ শতাংশ। জিপিএ-৫ প্রাপ্তদের সংখ্যা ২৪ হাজার ৩৮৪ জন এবং এদের মধ্যে চতুর্থ বিষয় ছাড়া জিপিএ-৫ পেয়েছে কিছু শিক্ষার্থী, যা হোক এই সব মেধাবী শিক্ষার্থীরা যখন ভর্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হলো, তখন তারা দেখলো দেশের নীতি-নির্ধারক দ্বারা সৃষ্ট এক নতুন ও বিকৃত নীতিমালা। যা তাদের জীবনের স্বপ্নকে করলো ধূলিসাৎ। তারা যখন কলেজ প্রাঙ্গণকে মুখরিত করার আশায় মশগুল তখন তাদের জানানো হলো, এবার কলেজে ভর্তির জন্য কোনো রকম লিখিত বা মৌখিক তথা মেধা যাচাইমূলক পরীক্ষা নেয়া হবে না।

এ নিয়ম অনুসারে প্রথমে অগ্রাধিকার পরে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থী এবং পর্যায়ক্রমে কম জিপিএ প্রাপ্তরা চান্স পাবে, আর যখন দেখা যাবে একই জিপিএর অনেক ছাত্র আবেদন করছে সেক্ষেত্রে বয়স দেখা হবে এবং বয়োজ্যেষ্ঠদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। দেশের সেরা কলেজগুলোতে নির্ধারিত আসনের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ সমমানের জিপিএধারীরা আবেদনপত্র জমা দেয় এবং বয়োজ্যেষ্ঠদের অগ্রাধিকার দিয়ে ভর্তি করা হয়। এটা কোন ধরনের নিয়ম? এই বিকৃত নিয়ম কার মাথা থেকে এসেছে জানি না তবে তাকে আমি এটুকুই বলবো, শুধু বয়স কেন ভালো কলেজে ভর্তির জন্য ফ্যাক্টর হবে। বয়সের কারণে একই জিপিএ পাওয়া সত্ত্বেও বয়োজ্যেষ্ঠরা ভালো কলেজে পড়ালেখা করবে আর কনিষ্ঠরা পড়বে নিম্নমানের কলেজে? এ নিয়মে কিভাবে মেধাবীরা অনুপ্রাণিত হবে? এটা মেধা বিকাশের অন্তরায় এবং জাতি হিসেবে আমাদের চরম ব্যর্থতা।

আর তাই এটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে, আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা কয়েক দশকের পুরনো। আমাদের এখানে সৃষ্ট নতুন নতুন নিয়মগুলো কোনো চিন্তা ছাড়াই চাপিয়ে দেওয়া হয়। আমাদের ইতিহাস যখন ১৯৭১ সালে থেমে গেছে তখন উন্নত দেশের ছাত্ররা পড়ছে লেবানন, ইরাক ও প্যালেস্টাইন প্রসঙ্গ। আমরা যখন 'বাবুরাম সাপুড়ে কোথা যাস বাপুরে'- মুখস্থ করতে ব্যস্ত তখন তারা মানব ক্লোনিং থেকে শুরু করে ইন্টারনেট তথা বিশ্বের সর্বশেষ তথ্য ভাণ্ডারে চোখ বোলাচ্ছে।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এমন যেখানে মুখস্থ করার উপরে জোর দেওয়া হয়। আর মুখস্থ করার জন্য বাজারে রয়েছে হরেক রকমের নোট বুক। ছাত্ররা কম সময়ে মুখস্থ করার জন্য ওই নোটের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। অথচ উন্নত দেশগুলোতে জোর দেওয়া হয় সৃজনশীলতাকে। মুখস্থভিত্তিক ব্যবস্থায় নকল করে মার্কস পাওয়ার একটি প্রবণতা রয়েছে। সম্প্রতি নকলকে বন্ধ করার জন্য সরকার কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে। অথচ এ শিক্ষা ব্যবস্থায় কোথায় গলদ তা কেউ খোজার চেষ্টা করেনি।

সিভিল অ্যান্ড এনবায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং
শাবিপ্রবি, সিলেট।

সংশোধন